# বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

জানুয়ারি ২০১৩, পৌষ-মাঘ ১৪১৯

## সম্ভাবনার বছর ২০১৩

## ফিরে দেখা ২০১২

গ্রীন ব্যাংকিং

গ্রিন গভর্নর উপাধিতে ভূষিত

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিজিটাইজেশন

সিআইবি সেবা অনলাইন

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা স্থাপন

ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ

Financial Stability Report প্রণয়ন

ব্যাসেল নীতিমালা বাস্তবায়ন

Stress Testing সিস্টেম বাস্তবায়ন

ইনভেস্টমেন্ট ও রেমিট্যান্স আন্তর্জাতিক রোড শো

# সম্পাদকীয়

শুভ নববর্ষ। সম্ভাবনা-সংকট-আনন্দ-বেদনায় কাটল একটি বছর। নতুন বছরের আবাহনে ফিরে তাকাতে হয় পুরনো বছরের দিকে। অভিজ্ঞতার সঞ্চয় বাড়িয়ে যেতে হয় এগিয়ে। স্বনির্ভর শক্তিশালী অর্থনীতি, সুদৃঢ় গণতন্ত্র আর অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে সোনালী স্বপ্নের হাতছানি নিয়ে এলো নতুন বছর। মাঝ পৌষে কুয়াশার হিমেল চাদর ভেদ করে বাংলাদেশের আকাশে দেদীপ্যমান থাকুক সোনালী সূর্য।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার সকল পাঠক, লেখক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।

# স্মৃতিময় দিনগুলো

*ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনগুলোর কথা পর্বের এবারের অতিথি পি কে এম এ মেজবাহ উদ্দিন, প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই নির্বাহী পরিচালক একান্তে তার নিভৃত কিছু কথা বলেছেন আমাদের প্রতিবেদকের সাথে।*

***কর্মময় জীবনের পর বর্তমান সময় কিভাবে কাটছে?***

চাকরি জীবনের সময়টা যে পরাধীন তা বলবো না। তবে অবসর জীবনটা আসলে ব্যবহার করা যায় সম্পূর্ণ নিজের মতো করে। আর এরই মাঝে মনে পড়ে কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতি। মূলত আমার অবসর সময় কাটে বিভিন্ন জনহিতকর কাজে অংশগ্রহণ করে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে যখন সময় পাই টেলিভিশনে খবর, টক শো ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখি। আর বই পড়া ও রবীন্দ্রসংগীত শোনা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এতে করে সময়টুকু বেশ ভালই কেটে যায়।

***আপনার কর্মরত সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে বলুন।***

বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও আমাদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার অত্যন্ত ভাল। আমাদের মাথাপিছু আয় অনেক বেড়েছে, দারিদ্র্যের হারও কমেছে। দেশের রপ্তানি আয় বেড়েছে এবং প্রবাসীদের পাঠানো অর্থের পরিমাণও অত্যন্ত প্রশংসনীয় যা সঠিকভাবে কাজে লাগানো গেলে আমাদের সর্বক্ষেত্রে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এককথায় আমাদের সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত ভাল এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক ভাল হবে বলে আমার বিশ্বাস।

***বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন সময়ে আপনার কোন প্রিয় স্মৃতি সম্পর্কে বলুন।***

অবসর জীবনে কর্মকালীন সময়ে অনেকের সাথে যে সুখকর সময় কাটিয়েছি তা বেশ মনে পড়ে। ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রয়াত ডেপুটি গভর্নর আমিনুল হক চৌধুরী এবং সৈয়দ আলী কবির আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাদের ভালোবাসা, সহযোগিতা ও প্রচেষ্টা আমার চাকরি জীবনের উন্নতির পথকে সুগম করে যা আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। তাদের সহযোগিতায় আমি বোর্ড অব ডিরেক্টরের সচিব হয়েছি। সচিব থাকাকালীন দীর্ঘদিন আমি গভর্নর নুরুল ইসলামের সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পাই, যা আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া প্রখর ব্যক্তিত্ব ও নীতিবান চরিত্রের মানুষ ডেপুটি গভর্নর কাজী বদরুল আলমের কথাও বিশেষভাবে মনে পড়ে।

***স্বাধীনতা পূর্বের স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সম্পর্কে কিছু বলুন।***

স্বাধীনতা পূর্বের স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাদের ভীষণ প্রতিযোগিতার মধ্যে ভীতিময় অবস্থায় কাজ করতে হয়েছে। ঐ সময় পদোন্নতি অত্যন্ত সীমিত আকারে হতো এবং অত্যন্ত কমসংখ্যক বাঙালি কর্মকর্তা পদোন্নতির সুযোগ পেতেন। আমার যতটুকু মনে পড়ে প্রয়াত ডেপুটি গভর্নর লতিফ সাহেবের আমলে সর্বপ্রথম বাঙালিদের পদোন্নতি শুরু হয়। এর পূর্বে বাঙালি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি খুবই সীমিত আকারে হয়েছে। স্বাধীনতার বছর আমাদের ভয়ানক উৎকণ্ঠার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে।

***বর্তমান যুগের বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার পরামর্শ কি?***

কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক কর্মকাণ্ডে যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করছে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

*(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

## সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  গোলাম মহিউদ্দীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
- **প্রচ্ছদ**
  মালেক টিপু
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

সাক্ষাৎকার

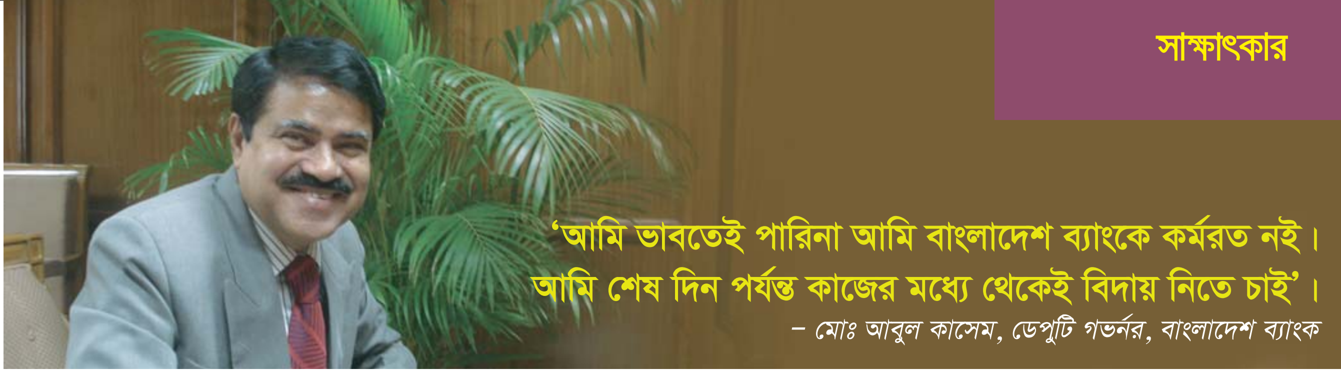

**'আমি ভাবতেই পারিনা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত নই। আমি শেষ দিন পর্যন্ত কাজের মধ্যে থেকেই বিদায় নিতে চাই'।**

*– মোঃ আবুল কাসেম, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক*

***আপনি ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ) এর প্রকল্প পরিচালক। সরকারের পিপিপি ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়নে এ প্রকল্পের ভূমিকা কি ?***

পিপিপি ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন ও পিপিপি বিষয়ে সামগ্রিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইপিএফএফ প্রকল্পের অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর ১০০% অর্থ (৫৭.৫ মিলিয়ন মা:ড: বা ৪২২.৩৩ কোটি টাকা ) মাত্র তিন বছরের মধ্যে ৭টি ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনে অর্থায়ন করেছে যা ১৭৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করছে। স্বল্প সময়ে অন লেন্ডিং সহায়তার সমুদয় অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ হওয়ায় এ প্রকল্পের জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও সরকারের মধ্যে মা:ড: ২৫৭ মিলিয়ন (অন-লেন্ডিং সহায়তা ২৫০ এবং কারিগরি সহায়তা ৭.০০ মিলিয়ন) এর আরও একটি ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যার মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন ঋণচুক্তির আওতায় অন লেন্ডিং খাতে ২৮.৬৮ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে, প্রকল্পের মেয়াদকালে সমুদয় অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিজীবনে জাতীয় গ্রীডে ১৭৮ মে.ওয়াট বিদ্যুৎ সংযুক্ত করার মতো কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে আমি তৃপ্ত বোধ করি।

***পিপিপি নিয়ে সরকারের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইপিএফএফ এর সফলতা ও ব্যর্থতাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন ?***

২০১৩ সালে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনে পিপিপি'র মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ বছরের বাজেটে পিপিপি বাস্তবায়নে ৩,০০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন পিপিপি অফিস ও অর্থ বিভাগে পিপিপি ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। আমাদের জাতীয় সম্পদের স্বল্পতার কারণে পিপিপি'র মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা একটি চলমান প্রক্রিয়া যার সফলতা বা ব্যর্থতা বিচারের সময় এখনই আসেনি বলে আমি মনে করি।

***সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিভিন্ন মানের নতুন নোট আপনার অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট হতে ইস্যু করা হয়েছে। বিভিন্ন মানের নোটের বিষয়ে কোনরূপ জন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছেন কি ?***

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বিভিন্ন মূল্যমানের নতুন নোট ইস্যু করা হয়েছে। নোটগুলো খুবই উন্নত ও সুদৃশ্য রং সম্বলিত হয়েছে, তবে ৫ ও ৫০ এবং ২০ ও ৫০০ টাকার নোটের কিছু বিষয়ে সাদৃশ্য থাকায় কেউ কেউ বিষয়টি আমার দৃষ্টিগোচর করেছেন। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। যেমন, ১০০ টাকার নোটের দুই পাশে গাঢ় নীল রংয়ের প্রলেপ দেয়া হয়েছে এবং ২০ টাকার নোটের দুই পাশে হলুদ রং এবং ডান পাশের আল্পনাটি সবুজ রং হতে লাল রং করা হয়েছে। তাছাড়া, ১০০ টাকা ও ৫০০ টাকার একই মাপের নোটের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন মাপের নোট ইস্যু করা হচ্ছে। এ ব্যবস্থাগুলো নোটের বিষয়ে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

***আপনি বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এসএমই উন্নয়নে নিয়োজিত এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদসহ সরকারি উচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটিতে এসএমই কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে দেশের এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।***

সারা বিশ্বে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতকে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। উন্নত কিংবা অনুন্নত সকল দেশেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের উন্নয়নকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের ভূমিকাটি আরো ব্যাপক। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলোর অন্যতম হচ্ছে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion)। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির দুটো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের কৃষককূল এবং দেশে ব্যাপক বিস্তৃত মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তি। আর্থিক অর্ন্তভুক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে সামগ্রিক অর্থে উন্নয়নের সুফল সকল স্তরে সমভাবে বন্টন অর্থাৎ অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) নিশ্চিত করা সম্ভব। এ লক্ষ্যেই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ, লৈঙ্গিক সমতা নিশ্চিতকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সর্বোপরি দেশের সার্বিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নকল্পে এই বিভাগ ইতোমধ্যে বেশ কিছু নীতি ব্যবস্থা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, এসএমই ঋণ নীতিমালা ও কার্যক্রম, ২০১০। এ নীতিমালার আওতায় লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক এসএমই ঋণ কার্যক্রম, ক্লাস্টার/এলাকা ভিত্তিক অর্থায়ন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নারী উদ্যোক্তাদের প্রাধিকার এবং এসএমই অর্থায়নে শিল্প ও সেবা খাতকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। একইভাবে বর্তমান সরকারও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, আউটলুক পারস্পেকটিভ প্ল্যান, ভিশন-২০২১ শিল্পনীতি ২০১০ সহ সকল পরিকল্পনা দলিলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতকে অগ্রাধিকারমূলক খাত হিসেবে ঘোষণা করেছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলে এ খাতটিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সরকার সে অনুযায়ী এসএমই উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আপনারা জানেন এসএমই ফাউন্ডেশন হচ্ছে সরকারের এসএমই উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হিসেবে আমি এ প্রতিষ্ঠানটিকে এসএমই উন্নয়নে কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভূমিকা পালন করছি। এ ছাড়াও এসএমই বিষয়ক সরকারের বিভিন্ন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে দেশের সামগ্রিক এসএমই উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নেও বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে ভূমিকা পালন করছি।

***আপনার অধীনস্থ একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব পরিচালিত হয় এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুসৃত হিসাব পদ্ধতি এবং প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী কি আন্তর্জাতিক হিসাব মান (International Financial Reporting Standards (IFRSs) অনুযায়ী সম্পন্ন করা হচ্ছে ?***

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৩ সালে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক হিসাব মান

(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

# চট্টগ্রামে নারী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা

এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধানের উপায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কৃষিঋণ বিভাগের উদ্যোগে ২ অক্টোবর ২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের সাথে এক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভায় ৩২ জন নারী উদ্যোক্তা অংশ নেন। প্রধান অতিথি এসএমই খাতে ঋণ প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন সমস্যা ও এ খাতের উন্নয়নে তাদের সুপারিশ সভায় তুলে ধরার আহ্বান জানান। তিনি ঋণ প্রাপ্তি প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য এসএমই বিষয়ক সঠিক কাগজপত্র দাখিল এবং গৃহীত ঋণ যথাসময়ে পরিশোধের মাধ্যমে গ্রাহক-ব্যাংকার সুসম্পর্ক সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। নারী উদ্যোক্তাগণ সভায় তাদের অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন। এ সভায় কৃষিঋণ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবুল বশরসহ বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাও উপস্থিত ছিলেন।

# জালিয়াতি বন্ধে ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদারের নির্দেশ

ব্যাংকিং খাতে জালিয়াতি বন্ধে প্রত্যেক ব্যাংককে তাদের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জোরদার করার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। একইভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার স্বমূল্যায়নের নথিপত্র ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানোর নির্দেশও দিয়েছে। ৭ নভেম্বর ২০১২ এ বিষয়ে একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এতে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংকগুলোর জালিয়াতি/প্রতারণামূলক তৎপরতার প্রবণতা প্রতিরোধে অবিলম্বে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাদির কার্যকারিতার স্বমূল্যায়ন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনবোধে সরেজমিন যাচাইয়ের জন্য সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একটি নির্দিষ্ট ছকে (বাংলাদেশ ব্যাংকের তৈরি করা) এ স্বমূল্যায়ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর স্বাক্ষরে এবং পর্ষদের অডিট কমিটির চেয়ারম্যানের প্রতিস্বাক্ষরে ডিসেম্বর ২০১২  থেকে প্রতি ত্রৈমাসিকের মূল্যায়ন পরবর্তী এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এ পাঠাতে হবে।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঋণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাসহ ব্যাংকের সামগ্রিক ব্যবসায়িক কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন, আয়-ব্যয় ইত্যাদিসহ সার্বিক আর্থিক, পদ্ধতিগত এবং প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণী ও নির্বাহী কার্যক্রমে পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের চেয়ারম্যান ও ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর দায়-দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশিত হয়েছে।

# জালনোট প্রতিরোধ অবদানে পাঁচ সংস্থাকে স্বীকৃতি

কোরবানির পশুর হাটে জালনোট প্রতিরোধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাঁচ সংস্থাকে বিশেষ মূল্যায়নস্বরূপ ধন্যবাদ জ্ঞাপনপত্র ও ক্রেস্ট দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ লক্ষ্যে ৮ নভেম্বর ২০১২ প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এসব সংস্থার প্রতিনিধির হাতে মূল্যায়নপত্র তুলে দেন। এই পাঁচটি সংস্থা হলো– ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এবং ডিরেক্টোরেট জেনারেল অব ফোর্স (ডিজিএফআই)।

সভায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, নোট জালকারীদের প্রতিরোধ বাংলাদেশ ব্যাংকের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এদের শেকড় উপড়ে ফেলার জন্য দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও গোয়েন্দা সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত অভিযানের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সারা দেশে সদ্যসমাপ্ত কোরবানির পশুর হাটগুলোতে জালনোট সনাক্তকরণ বুথ স্থাপনসহ কঠোর নজরদারি বৃদ্ধির কারণে নোট জালকারীরা পশুর হাটে ভিড়তে পারেনি। এতে জালনোট ছড়িয়ে দেয়ার মহাপরিকল্পনাও নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে।

# রাজশাহীতে সঞ্চয় সপ্তাহ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের সভাকক্ষে ৬ অক্টোবর ২০১২ তারিখে সাত দিনব্যাপী সঞ্চয় সপ্তাহ ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহীর বিভাগীয় কমিশনার আবদুল মান্নান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় সঞ্চয় আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ পরিচালক সাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সঞ্চয়ের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস, নির্ভরতা মানুষের অনেক বেশি। সঞ্চয় দুর্দিনের বন্ধু। প্রতিটি মানুষই সঞ্চয়ী হলে আর্থিক দিক থেকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠা সহজ হয়। অনুষ্ঠান শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে একটি র‌্যালী বের করা হয়।

## অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের লেনদেনের ওপর চার্জ ধার্য

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের (বিএসিএইচ) মাধ্যমে লেনদেনের ওপর চার্জ ধার্য করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। লেনদেনের ধরন অনুযায়ী ব্যাংকগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতি লেনদেনে ২৫ ও পাঁচ টাকা হারে চার্জ নিবে। ১৩ নভেম্বর ২০১২ বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের এক সার্কুলারে এ কথা বলা হয়েছে। দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকগুলোর প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো ওই সার্কুলারে বলা হয়েছে, অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ব্যয় নির্বাহের জন্য এর মাধ্যমে লেনদেনের ক্ষেত্রে চার্জ ধার্য করা হয়েছে। নতুন বছরের শুরু থেকে প্রাথমিকভাবে এ চার্জ কার্যকর হবে।

হাই ভ্যালু চেক ক্লিয়ারিং এর ক্ষেত্রে চেক উপস্থাপনকারী ব্যাংকের কাছ থেকে সর্বসাকুল্যে ২৫ টাকার সঙ্গে ভ্যাট এবং রেগুলার চেক ক্লিয়ারিং ও যেকোন ইএফটি (ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার) লেনদেনে পাঁচ টাকা নেয়া হবে। এছাড়া উপস্থাপনকারী ব্যাংক গ্রাহকের কাছ থেকে যথাক্রমে সর্বোচ্চ ৫০ টাকা ও সাত টাকা নিতে পারবে। তবে গ্রাহকদের চার্জ না করে ব্যাংকের উৎস থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের চার্জ পরিশোধ করার জন্য ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

## চট্টগ্রাম অফিসে স্কাউট গ্রুপের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে সুন্দর মননশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এই আন্দোলনের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রামের স্কাউট গ্রুপের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত এ কথা বলেন। সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি এ দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম অফিসের মহাব্যবস্থাপক মাসুম কামাল ভূঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিদায়ী এবং নবাগত সভাপতিকে স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম অফিসের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং স্কাউট সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

## ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার নতুন কার্যকরী পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ঢাকার ২০১২-১৩ সালের নির্বাচন ২০ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনের ভিত্তিতে কার্যকরী পরিষদের বিভিন্ন পদে নির্বাচিত সদস্যদের তালিকা নিম্নরূপ- ২০১২-১৩ এর জন্য ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ শহিদুল ইসলাম। সহ সভাপতি হিসেবে মোঃ নূরুল ইসলাম চৌধুরী এবং নওশাদ মোস্তফা নির্বাচিত হয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ মাকসুদুর রহমান খান, আসাদুজ্জামান খান (তানিন) ও মিজানুর রহমান আকন। কোষাধ্যক্ষ পদে মোঃ ফয়েজ আহমেদ এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে শায়েমা ইসলাম নির্বাচিত হয়েছেন। বহিঃক্রীড়া সম্পাদক মোঃ আবুল হাশেম খান ও অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সৈয়দ গোলাম শাজারুল আলম। নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক মোঃ ইকবাল মাহমুদ এবং দপ্তর সম্পাদক মোঃ মোখলেছুর রহমান (পলাশ)। মহিলা সম্পাদিকা পদে জয়ী হয়েছেন রত্না বিশ্বাস। এছাড়া ক্লাবের সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ কাসেদুল হক, ওবায়দুল্লাহ-আল-মাসুদ, মোঃ নূরুজ্জামান, মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম মজুমদার, মুহাম্মদ আমিরুল মোমেনিন এবং মোঃ লুৎফর রহমান।

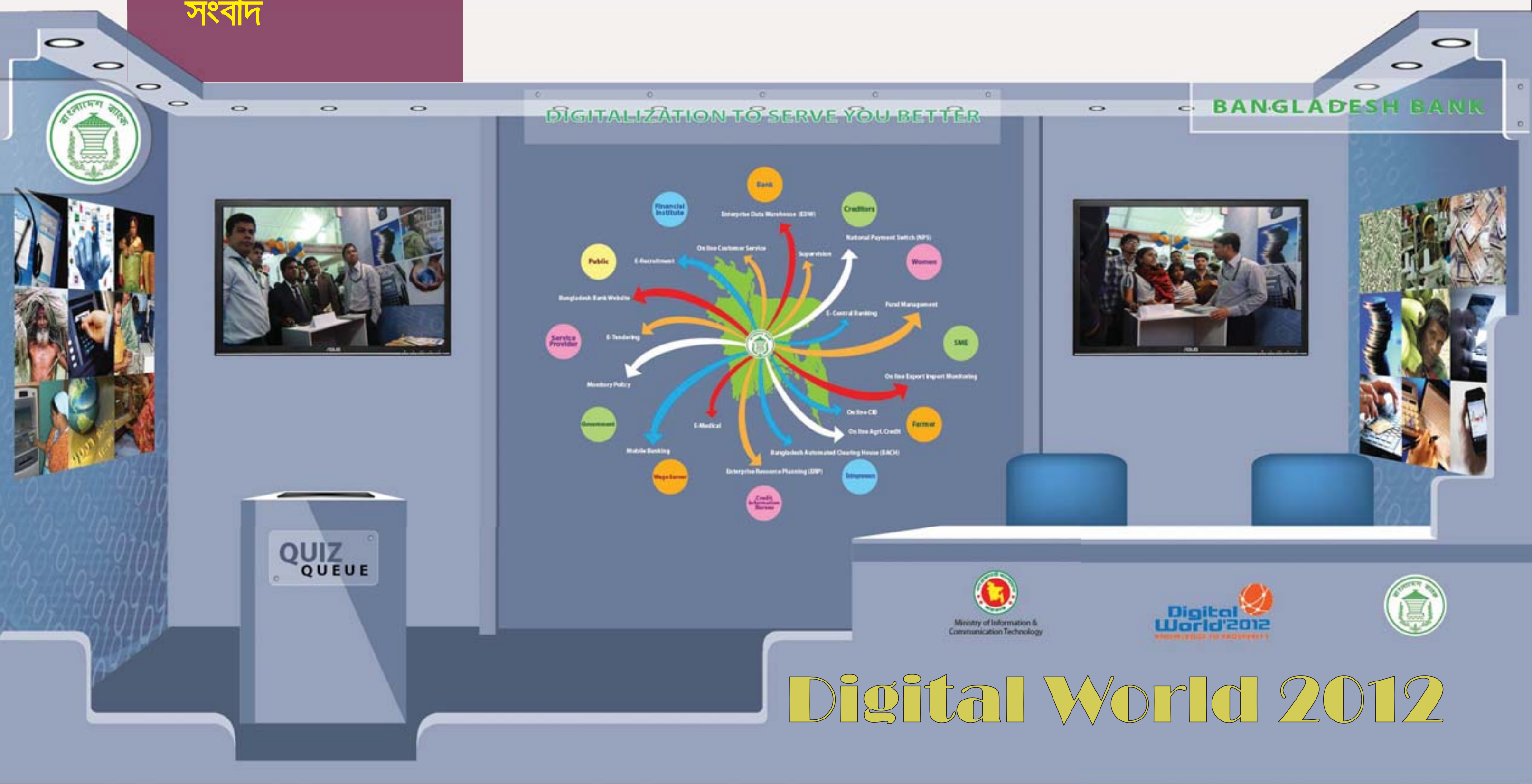


# ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে বাংলাদেশ ব্যাংক

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত নানান ধরনের সেবা ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রদর্শনী Digital World 2012 ৬-৮ ডিসেম্বর ২০১২ অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তিন দিনের এই আয়োজনের বিষয়বস্তু ছিল 'সমৃদ্ধির জন্য জ্ঞান (Knowledge for prosperity)'। এই সম্মেলনে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ দেশের প্রায় ৬০টি সরকারি এবং ২৭টি বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। এছাড়া দেশ-বিদেশের শীর্ষ প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞসহ প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশ নেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক এ সম্মেলনে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম ও সেবা প্রদর্শন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্টলে ব্যাংকের ডিজিটালাইজেশনে বিভিন্ন কার্যক্রম পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক অটোমেশনের উপর ভিত্তি করে একটি ডকুমেন্টারি মেলায় প্রদর্শন করা হয়। এগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ইনহাউজ সফট্ওয়্যার এবং চলমান ও প্রস্তাবিত প্যাকেজসমূহ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়াও ব্যাংকের পক্ষ থেকে মেলায় বিভিন্ন Interactive Window (Online Quiz Competetion) এর ব্যবস্থা করা হয় যেখানে দর্শকবৃন্দ নানানভাবে অংশগ্রহণ করে। Interactive কুইজ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের তাৎক্ষণিকভাবেই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর, নির্বাহী পরিচালক, মহাব্যবস্থাপকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য স্টল পরিদর্শন করেন। মন্ত্রীসভার বিভিন্ন সদস্য, দেশী-বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ অগণিত দর্শনার্থী বাংলাদেশ ব্যাংক স্টল পরিদর্শন করেন এবং ডিজিটালাইজেশনে গৃহীত নানাবিধ কার্যক্রম ও এর অগ্রগতি সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হন। মেলায় উল্লেখযোগ্য আয়োজনের মধ্যে ছিল ফ্রিল্যান্সার সমাবেশ, ডিজিটাল উদ্যোক্তা সমাবেশ, জনগণের দোরগোড়ায় সেবা, ক্লাউড ক্যাম্প, নারীর ক্ষমতায়নে তথ্য-প্রযুক্তি, প্রযুক্তি নির্ভর আনন্দময় শিক্ষা এবং শিশুদের জন্য তথ্য প্রযুক্তি।

এ মেলায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দিতে নানা আয়োজন রাখা হয়। ৫০০-এর বেশি উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে ৬ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় 'ডিজিটাল অন্ট্যাপ্র্যানারশীপ কনফারেন্স'। সম্মেলনে উদ্ভাবন, পরিচর্যা (ইনকিউবেশন) ও বিনিয়াগ সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনা হয়। শিশু-কিশোরদের জন্য অনুষ্ঠিত হয় তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক একটি কর্মশালা যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা-উপজেলা থেকে আগত শিশু কিশোরেরা তথ্য-প্রযুক্তিতে তাদের আগ্রহ এবং সংশ্লিষ্টতার কথা তুলে ধরে। মেলায় আইসিটি পণ্য ও সেবা প্রদর্শনীর পাশাপাশি ২৮টি সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সেমিনারে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশের আইসিটি বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন এবং দেশী-বিদেশী প্রায় ১৩০জন বিশেষজ্ঞ কর্মশালায় বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তারা তথ্যপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন। মেলায় উল্লেখ্যযোগ্য Expo Lounge এর মধ্যে ছিল দেশীয় রোবট ও সফটওয়্যার প্রদর্শনী, থ্রিজি এক্সপেরিয়েন্স জোন, ইন্টারনেট সেন্টার ও হাইটেক এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল ও এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রামের আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ মেলার সহযোগিতায় ছিল বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটি (বিসিএস), বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি, বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফট্ওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (ব্যাকো), ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশন (আইএসপিএবি) ও অ্যাসোসিয়েশন অব মোবাইল টেলিফোন অপারেটরস বাংলাদেশ (এএমটিওবি)।

# হাঁপানি/ব্রঙ্কিয়াল এজমা হলে কি করবেন?

ডা. মো. মাহফুজুল হোসেন

ব্রঙ্কিয়াল এজমা (হাঁপানি) শ্বাসযন্ত্র অর্থাৎ লাংস বা ফুসফুসের বিশেষ ধরনের ইনফ্লামেশন বা প্রদাহজনিত একটি রোগ। দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুসের ইনফেকশনজনিত সমস্যায় ভুগলে কিংবা কোন কারণে শ্বাসনালীর আবরণী কোষগুলোর সংবেদনশীলতা বেড়ে গেলে এ রোগের উপসর্গগুলো (যেমন হাঁচি, কফ-কাশিসহ বুক চেপে ধরার অনুভূতি ও শ্বাসকষ্ট) প্রকাশ পায়।

বংশগতভাবে অর্থাৎ জিনগত ত্রুটির কারণে মূলত মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। তবে বাবা-মা কিংবা বংশে অন্য কারো না থাকলেই যে রোগটি হবে না তা ঠিক নয়। এলার্জেন ঘটিত সমস্যা অর্থাৎ বিশেষ কিছু পদার্থ কারো কারো ক্ষেত্রে এলার্জিজনিত শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে। এছাড়া পরিবেশ বা আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণেও অনেকে শ্বাসকষ্টে ভুগে থাকেন।

রাস্তাঘাটে যানবাহন ও কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া, ধুলো-বালি বিশেষ করে পুরোনো কাপড়, কার্পেট ও আসবাবপত্র ঝাড়া ধুলো, ফুলের রেণু, বিশেষ কিছু খাদ্য গ্রহণ করলে, পশু-পাখির শুকনো বিষ্ঠা, পশমের তৈরি বালিশ, লেপ ও কম্বল ইত্যাদিতে বিদ্যমান পলেন শ্বাসনালীতে প্রবেশ করলে অনেকেই এতে আক্রান্ত হতে পারেন। এছাড়া অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণতা, অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম ও নির্দিষ্ট কিছু পেশার কারণেও শ্বাসকষ্ট হতে পারে।

*আমাদের মনে রাখতে হবে যে-*

ব্রঙ্কিয়াল এজমা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় করা সম্ভব নয়। তাই এ ক্ষেত্রে 'Prevention is better than cure অর্থাৎ নিরাময় অপেক্ষা প্রতিরোধই শ্রেয়'- এই পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এ রোগটির প্রাদুর্ভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে অন্য দশজনের মত স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। তাই রোগটি সম্পর্কে মোটামুটি কিছু ধারণা নেয়া, নিয়ন্ত্রণের জন্য সচেতন হওয়ার পাশাপাশি প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা নেয়া জরুরি।

- এজমার ওষুধ হঠাৎ বন্ধ করা মোটেই ঠিক নয়। এ রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হলে চিকিৎসকের পরামর্শমত নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে হবে। অনেকেই ইনহেলার নিতে ভয় পান। কিন্তু মনে রাখবেন, মুখে খাওয়া ওষুধের পাশাপাশি প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে নিয়মিত ইনহেলার ব্যবহার করাই উত্তম। দেখা গেছে এতে করে একজন ক্রনিক এজমা রোগীও উপসর্গমুক্ত থেকে ভালভাবে জীবন কাটাতে পারেন। কারো এলার্জিক রাইনাইটিস থাকলে নাসিকা ঝিল্লির প্রদাহ হয়। ফলে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এ ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে নাকে ব্যবহৃত বিশেষ স্প্রে নিলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

**When You Have Asthma**

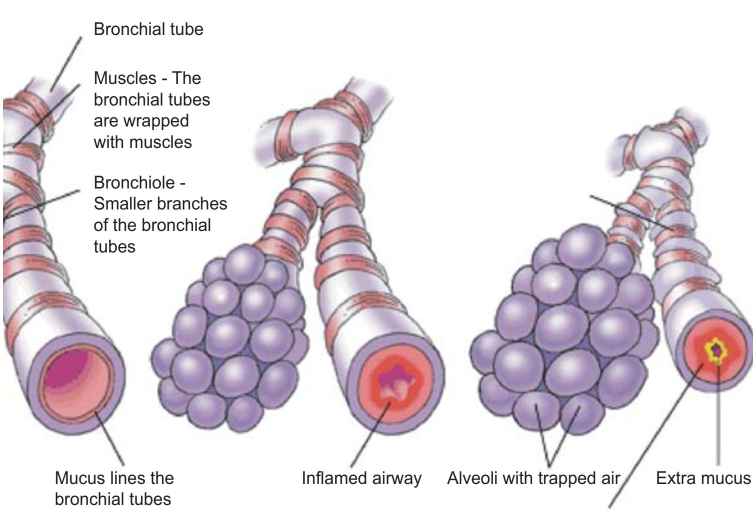


- আমাদের চারপাশের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এলার্জিজনিত শ্বাসকষ্ট অনেকটাই প্রতিরোধ করা যায়। তবে ধুলো-বালি ও ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হলে ফিল্টার মাস্ক ব্যবহার করে এ অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্তি পাওয়া সম্ভব। ধূমপান অবশ্যই পরিহার করতে হবে।
- এজমা রোগীদের মধ্যে যাদের কোল্ড এলার্জি আছে তাদের জন্য খুব ঠাণ্ডা খাবার না খেয়ে তা নরমাল করে খাওয়াই ভাল। তাছাড়া যেসব খাদ্য খেলে এলার্জি হয় সেগুলো থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। বেগুন, চিংড়ি মাছ, গরুর মাংস এমনকি অনেকের ক্ষেত্রে মিষ্টিকুমড়া, পুঁইশাক, সীম ইত্যাদি খেলে রোগটির প্রকোপ বেড়ে যেতে পারে। তাই কোন্ কোন্ এলার্জেন এর কারণে কারো রোগ বৃদ্ধি ঘটে তা নির্ণয়ের জন্য সেনসিটিভিটি টেস্ট করে নিলে আগে থেকেই সাবধান হওয়া যায়।
- শীতের শুরুতে পশমি কম্বল ইত্যাদি পরিষ্কার করে নিতে হবে এবং লেপ, কম্বল ও বালিশে মোটা সুতির কাভার ব্যবহার করতে হবে। সকালে ও রাতে বিছানা ছেড়ে লেপ/ কম্বল থেকে বের হবার সময় গায়ে গরম কাপড় দিতে হবে। গরমের সময় ঘামে ভেজা কাপড় গায়ে শুকানোর আগেই বদলে নিতে হবে।
- ঘরে যাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেদিকে নজর দিতে হবে। শোবার ঘর থেকে অপ্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড়, জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলতে হবে ও ঘরের আসবাবপত্র ধুলামুক্ত ও পরিষ্কার রাখতে হবে। শোবার ঘর থেকে পশমি কার্পেট সরিয়ে রাখতে হবে। বসার ঘরের কার্পেট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। বাক্স-পেটরা ও পুরনো কাপড়-চোপড় রাখার স্থান পাতলা প্লাস্টিকের কাভার দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- ঘর তেলাপোকামুক্ত রাখার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। পোষা প্রাণীকে বেডরুম বা ড্রইংরুম থেকে দূরে অর্থাৎ ঘরের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে। রান্নাশেষে গ্যাসের চুলার চাবি বন্ধ আছে কিনা তা নিশ্চিত করতে হবে।
- এজমা রোগীদের জন্য বিশেষ কিছু ওষুধ যেমন উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত বিটা-ব্লকার গ্রুপের প্রপানোলল, এটেনোলল ইত্যাদি বর্জন করা চাই। জ্বর বা ব্যথা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল, ডিসপ্রিন ইত্যাদি খেলেও এ ধরনের রোগীদের কারো কারো ক্ষেত্রে উপসর্গ বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এগুলো খাবার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করাই ভাল।

এজমা রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা না গেলে রোগী খুবই কষ্ট পান। বৃদ্ধ ও শিশুদের বেলায় এটি হঠাৎ করেই মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। তাই কোন পরিবারে এ ধরনের রোগী থাকলে জরুরি অবস্থা সামলে সেবার জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা হিসেবে বাসায় স্পেসার, নেবুলাইজার এবং প্রয়োজনে পোর্টেবল অক্সিজেন সিলিন্ডার রাখতে হবে। শ্বাসকষ্ট কিছুতেই না কমলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে নিতে হবে।

*লেখক : ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার*
*বাংলাদেশ ব্যাংক চিকিৎসা কেন্দ্র, মতিঝিল, ঢাকা।*

# অর্থ‰নতিক Dbœqb

সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাপী মোবাইল ব্যাংকিং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (financial inclusion) সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। মোবাইল ফোনকে ভিত্তি করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সেবা গ্রাহকদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এতে একদিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসা সম্প্রসারিত ও বহুমুখী হচ্ছে; অন্যদিকে, ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের মাঝে আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

### *মোবাইল ব্যাংকিং আবির্ভাবের নেপথ্যে*

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও অর্থায়ন (finance) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অর্থায়ন ব্যতীত চলতে পারে না। অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থায়নের গুরুত্বের বিষয়টিকে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদগণ প্রাথমিকভাবে তেমন গুরুত্ব প্রদান না করলেও অর্থনীতিবিদ Ross Levine তাঁর মূল্যবান লেখার মাধ্যমে উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থায়নের গুরুত্ব সঠিকভাবে তুলে ধরতে সমর্থ হন। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সঞ্চয় সংগ্রহ, বিনিয়োগ ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নের চাকা সচল রাখে। তবে ব্যাংকিং সেবা সমাজের উচ্চ আয় সম্পন্ন লোকদের জীবন মান উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনো ব্যাংকিং সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এক জরিপে দেখা যায়, উন্নয়নশীল বিশ্বের ২.৫ বিলিয়ন মানুষ ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের বাইরে আছে, যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭২ শতাংশ। অন্যদিকে, উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষ মোবাইল ফোন ব্যবহার করে। এতে সহজেই অনুমেয়, উন্নয়নশীল বিশ্বের অন্তত ২ বিলিয়ন মানুষ সহজেই মোবাইল ফোন নির্ভর আর্থিক সেবা ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নত করতে পারে।

আর্থিক সেবা দরিদ্রদের মাঝে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর ব্যর্থতার মূল কারণ হলো স্বল্প খরচে দ্রুত ও নিরাপদ উপায়ে আর্থিক সেবাগুলো দরিদ্রদের মাঝে পৌঁছানোর কার্যকর হাতিয়ারের অভাব। সনাতন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চ পরিচালনা ব্যয়ের কারণে বাণিজ্যিকভাবে ফলপ্রসূ না হওয়ায় অনগ্রসর এলাকায় বিশেষত দুর্গম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে শাখা খুলে সেবা প্রদান করতে পারে না। এক্ষেত্রে শাখাবিহীন স্বল্পখরচের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।

### *মোবাইল ব্যাংকিং এর বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা*

বিগত এক দশকের বেশি সময়কালে উন্নত বিশ্বে ই-ব্যাংকিং এর ব্যাপক প্রসার হলেও উন্নয়নশীল বিশ্বে মোবাইল ব্যাংকিং এর সফল যাত্রা কেনিয়াকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে। মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী, মোবাইল ব্যাংকিংয়ে কেনিয়া অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের জন্য মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অবশিষ্ট উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে যেগুলো মোবাইল ব্যাংকিং প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে সেগুলো হলো ফিলিপাইন, তানজানিয়া এবং ঘানা। এ দেশগুলোর ১০% এর বেশি বয়স্ক জনগোষ্ঠী ইতোমধ্যেই মোবাইল ব্যাংকিং এর গ্রাহক হয়েছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যান্য সে সকল দেশ সম্ভাবনাময় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বাংলাদেশ, ব্রাজিল, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং পাকিস্তান।

### *বাংলাদেশে মোবাইল ব্যাংকিং*

বাংলাদেশ ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ধারা ৭এ(ই) ও বাংলাদেশ পেমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেমস রেগুলেশন্স ২০০৯ অনুযায়ী গাইডলাইন ইস্যু করেছে। গাইডলাইন অনুযায়ী এদেশে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শুধু ব্যাংকগুলোকেই অনুমতি দেয়া হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ২৩টি ব্যাংক মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছে এবং ১৪টি ব্যাংক ইতোমধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকগুলোর মধ্যে পারফরম্যান্সের নিরিখে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংকের সহযোগী প্রতিষ্ঠান বিকাশ সকলের শীর্ষে অবস্থান করছে। মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনার মুখ্য উপাদান হলো– নয় কোটি মোবাইল ফোন গ্রাহক, ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠী, অনুকূল ও দৃঢ় আইনী কাঠামো, সারাদেশে ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি, বিপুল রেমিট্যান্স প্রবাহ এবং বিকাশমান শিল্পখাতের শ্রমিক শ্রেণি। মোবাইল ব্যাংকিং এর কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো করা দরকার সেগুলো হলো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে মোবাইল ব্যাংকিং এ সম্পৃক্তকরণ, সরকারি ও বেসরকারি খাতের বেতন/ভাতা/ পেনশন মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রদানের ব্যবস্থা, এজেন্ট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, ব্যাংক ও টেলিকম কোম্পানিগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

# মোবাইল ব্যাংকিং

মোঃ গোলজারে নবী

### *মোবাইল ব্যাংকিং কি ?*

মোবাইল ব্যাংকিং হচ্ছে শাখাবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে স্বল্প খরচে দক্ষতার সঙ্গে গ্রাহকদের মাঝে বিশেষত ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক সেবা পৌঁছে দেয়া হয়। মোবাইল প্রযুক্তি সরঞ্জাম অর্থাৎ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবা (টাকা জমাদান, উত্তোলন, পণ্য বা সেবা ক্রয়ের মূল্য পরিশোধ, বিভিন্ন ধরনের বিল পরিশোধ, বেতন/ভাতা বিবরণ, বৈদেশিক আয়, সরকারি বেতন ও ভাতাদি বিতরণ, ATM থেকে টাকা উত্তোলন) প্রদান করাই হচ্ছে মোবাইল ব্যাংকিং। মোবাইল অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং এর সেবাসমূহ পাওয়া যাবে।

### *মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে কী কী সুবিধা পাওয়া যায় ?*

- গ্রাহক নিবন্ধন
- ইউটিলিটি বিল পরিশোধ
- নগদ টাকা জমাদান
- নগদ টাকা উত্তোলন
- বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বিতরণ
- বেতন/ভাতা বিতরণ
- কেনাকাটার বিল পরিশোধ
- তহবিল স্থানান্তর
- মোবাইলে তাৎক্ষণিক ব্যালেন্স রিচার্জ

### *কোথায় মোবাইল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করা যায় ?*

মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকের যে কোন এজেন্ট পয়েন্টে মোবাইল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করা যায়। মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংকের সঙ্গে চুক্তি আছে এমন যে কোন মোবাইল অপারেটরের মোবাইল ব্যবহারকারী মোবাইল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন। মোবাইল অ্যাকাউন্ট গ্রাহকরা এজেন্টের কাছে টাকা জমা দেয়া এবং উত্তোলনের সুবিধা পান।

### *কীভাবে মোবাইল অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেশন করা যায় ?*

- গ্রাহক KYC (Know Your Customer) ফরম পূরণ করে জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি ও ছবিসহ এজেন্টের কাছে জমা দিবেন
- এজেন্ট গ্রাহকের আবেদনপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র ও ছবি নিরীক্ষণ করবেন
- এজেন্ট তার মোবাইলের নিবন্ধন মেন্যুতে যাবেন এবং গ্রাহকের মোবাইল নম্বর টাইপ করবেন
- গ্রাহক IVR (Interactive Voice Response) হতে একটি কল বা USSD (Unstructured Supplementary Service Data) Prompt Menu পাবেন এবং প্রত্যুত্তরে তার পছন্দমত একটি PIN (Personal Identification Number) নম্বর দিবেন (PIN নম্বরটি মনে রাখতে হবে)
- এরপর গ্রাহকের মোবাইল অ্যাকাউন্টটি চালু হবে, অ্যাকাউন্ট নম্বরটি হবে গ্রাহকের মোবাইল নম্বর যার সঙ্গে একটি Check digit যুক্ত হবে যা মনে রাখতে হবে।
- গ্রাহক তার মোবাইল অ্যাকাউন্ট নম্বর এর নিশ্চিতকরণ SMS পাবেন।

### *PIN কেন দরকার ?*

এজেন্ট অথবা ATM থেকে টাকা উত্তোলনের সময় PIN দরকার। PIN গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত এবং প্রতারণামূলক লেনদেন প্রতিরোধ করবে।

### *PIN কেন গোপনীয় ?*

PIN মোবাইল ব্যাংকিং এর লেনদেনের চাবি। শুধু সঠিক PIN এবং মোবাইল নম্বরের সমন্বয়ের মাধ্যমেই মোবাইল অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করা সম্ভব। সিস্টেম কর্তৃক অ্যাকাউন্টের মালিকের পরিচিতি নিশ্চিত করার জন্য PIN প্রয়োজন। যেহেতু PIN নম্বরটি অন্য কেউ জানলে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়বে; সুতরাং PIN অতীব সতর্কতার সঙ্গে গোপনে সংরক্ষণ করতে হবে।

### *Check digit কেন দরকার ?*

মোবাইল নম্বর অনেকেরই জানা থাকে। তাই Check digit জানা না থাকলে অন্য কেউ গ্রাহকের মোবাইল অ্যাকাউন্টে টাকা জমা/উত্তোলন করতে পারবে না, এভাবেই Check digit গ্রাহকের মোবাইল অ্যাকাউন্টের গোপনীয়তা বজায় রাখতে সহযোগিতা করবে। অন্যদিকে, Check digit ভুল অ্যাকাউন্ট নম্বর প্রদানের আশঙ্কা দূর করে গ্রাহককে ভুল অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো বা জমাদান থেকে রক্ষা করে।

### *মোবাইল ব্যাংকিং কতটুকু নিরাপদ ?*

মোবাইল ব্যাংকিং সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ, কারণ এতে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে USSD অথবা SMS+IVR প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। USSD এর ক্ষেত্রে নির্দেশনা এবং PIN, USSD এর মাধ্যমে এবং SMS+IVR এর ক্ষেত্রে নির্দেশনা, SMS এর মাধ্যমে এবং PIN IVR কল এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। PIN লেনদেনের ক্ষেত্রে USSD এবং IVR উভয়ই নিরাপদ। যেহেতু মোবাইল সেট, PIN এবং Check digit আয়ত্তে নেয়া ছাড়া অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা উত্তোলন করা যাবে না তাই গ্রাহকের টাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ। তাছাড়া Check digit থাকায় যে কেউ কারো মোবাইল অ্যাকাউন্টে অনাকাঙ্ক্ষিত টাকা জমা করতে পারবে না।

### *লেনদেনের সীমা, ফি এবং সার্ভিস চার্জ*

এজেন্টের কাছে অর্থের পর্যাপ্ততা এবং যে কোন ধরনের প্রতারণামূলক ক্ষতি প্রতিরোধের বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকগুলো লেনদেনের পরিমাণ এবং সংখ্যা নির্ধারণ করে থাকে। এছাড়া, টাকা জমাদান ও উত্তোলনের সময় ব্যাংকগুলো সীমিত সার্ভিস চার্জ আরোপ করে থাকে।

### *শেষ কথা*

মোবাইল ব্যাংকিং সমাজের পিছিয়ে পড়া দরিদ্র নাগরিকদের দোর গোড়ায় বিভিন্ন আর্থিক সেবা যেমন সঞ্চয়, ঋণ, পেনশন, বীমা, রেমিট্যান্স প্রদানের মাধ্যমে তাদের জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ততার দ্বারা জীবনমান উন্নয়নের জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ Jeffrey David Sachs যথার্থই বলেছেন, বিশ্বের অনেক অঞ্চলে দারিদ্র্য ও বিচ্ছিন্নতা প্রায় সমার্থক। বাজারসমূহের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরকারি সেবাসমূহসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার না থাকার কারণেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়। মোবাইল ফোন যেমন সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি বৃদ্ধি করছে, তেমনি এ প্রযুক্তি আর্থিক সেবা সমাজের সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে পৌঁছানোর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়াকে শক্তিশালীকরণের দ্বারা গণমুখী উন্নয়নধারা সূচনা করেছে। সেই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সকল ব্যাংককে বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহ যাদের পল্লি এলাকায় অনেক শাখা রয়েছে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে পারে।

*লেখক : উপ মহাব্যবস্থাপক, গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।*

## কোথায় পাবো তারে

*দীনময় রোয়াজা*

ছুটি শেষ
আজই যোগদান করতে হবে অফিসে।
মন বলছে, ছুটি বাড়াবো
আবার বলছে না, বাড়াবোনা
বাসায় যে ভীষণ কষ্ট
অফিসে গেলে হয়তো হবে ঠিক-ঠাক।
বাসা থেকে বেরুচ্ছি
সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামছি
ঠিক তখনি শুনতে পেলাম-
'দাঁড়াও বাবা, একটু চুম্বন দিই'
বুড়ো শুকনো গালখানা নিচু হয়ে বাড়িয়ে দিলাম।
না, আজ আর কেউ চুম্বন দিচ্ছে না।
কোন মিষ্টি ডাকও শুনছি না।
চোখের জলে রাস্তায় নেমে পড়লাম
একটি খালি সিএনজিতে উঠে গেলাম
না, আজ কোন দর-দাম করেনি।
অফিসে পৌঁছলাম, বন্ধুরা ঘিরে ধরলো আমায়, দিলো সান্ত্বনা
বুকে জড়িয়ে কাঁদলেন মিজান ভাই, কাঁদলো হারুন
সবাই শুধালেন, এ কী হলো আমার?
বললাম, আমার যে সব শেষ।
সব কাজ শেষ করে সেদিন শান্তি গাড়িতে
ফিরতি পথ ধরলাম আমরা তিন প্রাণী।
গিন্নী মেয়েকে জড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছে
আর যাত্রীরা উৎসুক হয়ে তাকাচ্ছে।
কাঁদছে কেন?
ভাঙ্গা ভারী কণ্ঠে বললাম-
আমাদের চারজন আসার কথা ছিল, কিন্তু
আসেনি একজন, নাম প্রান্ত।
প্রান্ত আমার দুরন্ত, সুশ্রী, লক্ষী ছেলে
বয়েস বারো, সবে মাত্র ক্লাশ সিক্সে পড়ছে
তার দুরন্তপনা আর দুষ্টুমিতে সারা ঘরখানা
আলোকিত করে রাখতো।
প্রান্ত আমার অতি প্রাণপ্রিয়
অতি আদরের, তাকে এক দণ্ডও না দেখে আমি থাকতে পারি না।
প্রান্ত আমার অনুপ্রেরণা, আমার সুখ
আমার স্বপ্ন, আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।
গ্রামে শ্রী শ্রী স্বরসতী পূজা
পূজা কমিটির অনুরোধে ছেলেকে নিয়ে গেলাম
গ্রামের বাড়িতে আটাশে জানুয়ারিতে।
শীতের সকালে কুয়াশা চিরে সোনালী রোদ্দুর
ছেলে আমার খুশিতে টগবগ
গ্রামের ছেলেদের সাথে মাখামাখি, ছোটাছুটি
চেঙ্গী নদীর পাড় ঘেঁষে কাউন্সিল রাস্তা বেয়ে।
বেলা গড়িয়ে সময় এলো পূজার অঞ্জলি নেবার
ছেলে প্রণাম করলো বেশ কিছুক্ষণ ধরে তারপর
অঞ্জলি নিয়ে আমার পিছনে এসে বললো–
'বাবা, তবে যাই'।
হায়! হায়! কে জানে এ যাওয়া যে তার শেষ যাওয়া
এ বিদায় যে তার শেষ বিদায়!
আধ ঘন্টা পর খবর এলো-
প্রান্ত নদীতে ডুবে... এ কী শুনলাম আমি!
আকাশটা যেন ভেঙ্গে পড়লো আমার মাথার ওপর
থর থর কেঁপে উঠে খান খান গেলো যেন বুকটা
ঘুরছে পৃথিবী, ঘুরছে গাছপালা চারিদিক যেন অন্ধকার!
বাবু! বাবু! আর্তনাদে ভারী হলো আকাশ-বাতাস
ছেলের হিম-শীতল নিথর প্রাণহীন লাবণ্যময় দেহটি
কোলে নিয়ে চিৎকার করলাম-
ফিরে আয় বাবু! ফিরে আয়!
ফিরিয়ে দাও প্রভু-ভগবান! ফিরিয়ে দাও!
প্রান্ত চলে গেলো অ-নে-ক দূরে স্বর্গালয়ে
মায়ের আদরের বুকটি শূন্য করে
মা আজ নিঃস্ব! শূন্য এ বুকটি ভরবে কি দিয়ে?
আদর করে খাওয়াবে কারে?
দিদি বাকহীন! 'দিদি' বলে ডাকবে কে?
বাবা দিশাহীন! চলার শক্তি যোগাবে কে?
তাইতো খুঁজে ফিরি তারে সকালে-বিকালে
খাবার টেবিলে, শোবার ঘরে, পড়ার টেবিলে।
সোসাইটির এক খণ্ড খালি জায়গা
বিকেলে খেলা করে তার বয়সী বন্ধুরা
মনে হয় সেখানে খেলা করছে
পরক্ষণে বুঝি সেখানেও নেই।
সাইকেলের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ
মনে হয় এই বুঝি আসছে কলাপসিবল গেইট খুলে
না, আসেনি, এ শুধুই কল্পনা
জানিনা, বুঝিনা কোথায় পাবো তারে?
কোথায় পাবো তারে?

*[কবি দীনময় রোয়াজার একমাত্র পুত্র প্রান্ত এর স্মরণে কবিতাটি রচিত। আগামী ২৮ জানুয়ারি তার ১ম মৃত্যুবার্ষিকী। খাগড়াছড়ির খরস্রোতা চেঙ্গী নদীতে ডুবে প্রান্ত গত ২৮ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে মৃত্যুবরণ করে]*

**ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা**

**সুবলকুমার বণিক**

### পদক্ষেপের মানে তো পা ফেলা

'পদক্ষেপ'– এর মানে তো পা ফেলা
নেবার তো কোন উপায় নেই,
তবু অহরহ লিখছি সবাই
'পদক্ষেপটা নিতে হবেই।'
ধরো, একজন পা ফেলে আসছে
নিতে গেলে তার পদযুগল,
তখন তো তার চলাই বন্ধ
দাঁড়িয়ে থাকবে অচঞ্চল।
পদক্ষেপ কি নেবার বস্তু
এই বাগ্‌রীতি হাস্যকর
সোজা লিখে দাও ব্যবস্থা নিন
ভুল চলে যাবে তেপান্তর।

*[আজকাল খুব লেখা হচ্ছে : 'পদক্ষেপ নিন', 'পদক্ষেপ নিতে হবে' বা 'পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।' এটা ভুল বাগ্‌রীতি, শব্দের অপপ্রয়োগমাত্র। 'পদক্ষেপ' শব্দের অর্থ 'পা ফেলা' বা 'পদার্পণ'। একে নেবার বা গ্রহণ করবার দৃশ্যকল্পটি অদ্ভুত ও হাস্যকর। কেউ পা ফেলছে আর আমরা তা নিতে যাচ্ছি–এ তো ভয়ঙ্কর কাণ্ড! আসলে 'পদক্ষেপ নিন' বলে আমরা বোঝাতে চাই 'ব্যবস্থা নিন'। তাহলে 'ব্যবস্থা' থাকতে আমরা অব্যবস্থা ডেকে আনছি কেন? দেখা যাচ্ছে, 'পদক্ষেপ' বেশ দৃপ্ত পদভারে সম্পূর্ণ ভুল অর্থে আমাদের ভাষায় দখল নিয়েছে! অথচ 'ব্যবস্থা নিন', 'ব্যবস্থা নিতে হবে' বা 'ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে'–এসব তো সহজেই লেখা চলে। 'ব্যবস্থা' অর্থে 'পদক্ষেপ'–এর ব্যবহার অবশ্যই বর্জনীয়। 'পদক্ষেপ'–কে পা নিয়ে তার কাজ করতে দাও, 'ব্যবস্থা'র মত সুন্দর ও যথাযথ শব্দ থাকতে তাকে অবস্থানে টেনে এনো না।]*

# জুলি

## শাহীনা আখতার

বিনি দিন দিন কেমন অস্থির হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে সকালে অফিসে পৌঁছানো পর্যন্ত ভীষণ টেনস্‌ড্ থাকতে হয়। লাইফ স্টাইল ম্যানেজ করা দুরূহ হয়ে উঠেছে। চাকরি, বাসা ও স্ট্রেস যেন একে অপরের বন্ধু। ফুড রুটিন থাকছে না। ফলে এনার্জি লেভেল লো হতে চলেছে। কোন সলিউশন নেই।

সেজদা শেষ পর্যন্ত অনেক খুঁজে একজন হেলপিং হ্যান্ড মানে দশ কি বার বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে নিয়ে উপস্থিত। মেয়েটিকে দেখে রিনির মাথায় বিদ্যুৎ খেলে যায়। অবাক হয়ে হাঁ করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। বিরক্ত লাগলেও এই ক্রাইসিসের সময় মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই ভেবে সান্ত্বনা খোঁজে। কাঁধের ওপর হাত রেখে মৃদু চাপ দেয় রেজা। কারণ তার স্পর্শ বিনিকে এই মুহূর্তে আশ্বস্ত করার পক্ষে যথেষ্ট।

হোঁচট খেতে খেতে সময়ের চাকা ঘুরছে। বিরামহীন ছুটে চলা আগের মতই। ফলে সকালের সোনারোদ কিংবা বিকালের গোধূলি লগনে লালিমা খোঁজা হয়না আর।

এরমধ্যে 'জুলেখা' জুলি হয়ে উঠেছে। বিনি ইদানিং একটি বিষয় নিয়ে চিন্তিত। প্রায়ই টাকা চুরির ঘটনা ঘটছে। কখনও পকেট থেকে। কখনও ব্যাগ থেকে। টাকার অংকটা খুব বেশি না। বাসার সবাই জুলিকেই সন্দেহ করছে।

– জুলি সত্য করে বল টাকাগুলো কোথায় রেখেছিস ? বিনি কৌশলী প্রশ্ন করে।

– দেখেন মামি, আমি কোন টাকা নেই নাই। বিনি হাত ধরে টান দেয়।

– আমার হাত টানবেন না। ভিতরে ভাঙ্গা। বিনি জুলির হাত বেঁধে ফেলে। পুলিশে দেয়ার ভয় দেখায়।

– মামি, সত্য বলছি। আমি চোরের মেয়ে। আমার বাবার সিঁধ কাইটা চুরি করতে গেলে পাবলিকে পিটাইয়া মাইরা ফেলাইছে। নানির কাছে বড় হইছি। টাকা দেখলে হাত নিশপিশ করে।

– 'নিশপিশ' কি ? বিনি প্রশ্ন করে।

– গলা শুকাইয়া গেছে পানি দেন। হাত তো বানধা।

জুলি গড় গড় করে কথা বলছে। কোন অপরাধবোধ নেই। মেয়েটা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

বাসায় সবাই মিলে ছোট একটা মিটিং করে জুলিকে সাধারণ ক্ষমা করে দেয়া হয়। বিনি মনে মনে ভাবে ওকে 'তৈরি' করে নিতে হবে।

শ্রাবণ মাস। বৃষ্টি হচ্ছে মুষলধারে। রাতের খাবার শেষ। বিনি টুকিটাকি কাজ করছে। জুলিকে এক গ্লাস পানি দিতে বলে। এক চুমুক খাবার পর বিনির মনে হলো পানিতে গন্ধ।

-একবারে খাইয়া গ্লাস দেন। জুলির কথায় বিনি গ্লাসটা মুখের কাছে নিতে তীব্র গন্ধ নাকে আসে। বিনি দ্রুত একটা বাটিতে পানি ঢেলে ফেলে। দেখে গ্লাসের তলায় ছোট ছোট পুঁতিদানার মত কি যেন গড়াগড়ি খাচ্ছে।

– বিনি বালুকণা হতে পারে।

রেজার কথায় মনোযোগ না দিয়ে টেবিল থেকে A-Z vitamin এর শিশিটা খুলে একটা ছোট প্যাকেট বের করে, প্যাকেটের গায়ে Silica gel, do not eat কথাটি লেখা। বিনি প্যাকেট থেকে দানাগুলি বের করে পিরিচের উপর রাখে। গ্লাসের দানার সাথে মিলে গেছে।

বিনির মনে পড়ে যায় জুলিকে একদিন খালি শিশি ফেলে দিতে বলেছিল আর ঐ রকম একটি প্যাকেট দেখিয়ে সাবধান করেছিল মুখে যেন না দেয়। বিনির মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। একটু অস্বস্তিও লাগে।

– এই তেঁতুলের পানিটা খেয়ে ফেল বলে রেজা জোর করেই খাইয়ে দেয় বিনিকে।

বাইরে বৃষ্টি। বেশ রাত হয়ে গেছে। রেজা বিনিকে নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে একটা ক্লিনিকে পৌঁছাল ওরা।

– আপনি রোগীর কে ? কর্তব্যরত ডাক্তার প্রশ্ন করে।

– আমি উনার হাজব্যান্ড। আপনি দেখুন তো কি করতে হবে ?

– এভাবে কথা বললে তো হবে না। ডিটেইল লিখতে হবে। শুনতে হবে কেন উনি বিষ খেয়েছেন ?

রেজার সাথে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায়। ডাক্তারের চোখের অভিব্যক্তি বিনির ভাল লাগে না।

– চলো, ফিরে যাই। এখন তেমন খারাপ লাগছে না। প্রায় জোর করে বিনি রেজাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে বাসার উদ্দেশে। কাকভেজা হয়ে যখন বাসায় ফিরে তখন রাত তিনটা।

পরদিন শুক্রবার। ছুটির দিন। সব ঠিকঠাক।

– এই জুলি, এদিকে শোন্, তুই ঐ দানাগুলি পানিতে কেন দিয়েছিলি ? তুই তো কাঁচি ধরতে পারিস না।

– বটি দিয়া কাটছি। জুলির ভাবলেশহীন উত্তর।

– কেন এই কাণ্ড করলি ?

– একসাথে দুইটা কাপ ভাঙছিলাম আর আপনে কান ধরছিলেন। আবার বসাইছেন আর দাঁড় করাইছিলেন। এই জন্য করছি। আমার নানিরে ফোন করেন। কাজ করব না। আমাদের বাজারের কাছে তিন রাস্তায় ঝুড়ি বটগাছের নিচে বইসা ভিক্ষা করব।

বিনি হা করে ওর কথা শুনে। কোন কথা আসেনা মুখে।

জুলি নেই চলে গেছে। জুলির জায়গায় কুসুম আছে এখন।

বিনি অফিসের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ অপরিচিত একটা নম্বর থেকে ফোন আসে,

– হ্যালো কে বলছেন ?

– আমি জুলেখার নানি। জুলেখা একটু কথা কইব।

– হ্যাঁরে জুলি, কি খবর।

– মামিগো আমার জন্ডিস হইছে। বিছানায় পইড়া রইছি। আমার কমলা খাইতে মন চায়। কয়টা টাকা দিবেন ? আপনের ভাইরে দিলে নানি গিয়া নিয়া আসব।

– হ্যাঁ দিব, বলে বিনি ফোনটা কেটে দেয়। চোখের কোণে জল জমে। বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠে। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। মনে মনে বলে, জুলি তুই আমাকে ভুল বুঝিস না।

*লেখক : যুগ্ম পরিচালক*
*ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়*

# ডিফল্ট প্রিন্টার সেট করা

## মোঃ ইকরামুল কবীর

কম্পিউটারের কাজ এর মধ্যে প্রিন্ট করা একটি দৈনন্দিন কাজ। নিজের প্রিন্টারটিকে ডিফল্ট প্রিন্টার করে নিলে (বার বার প্রিন্টার সিলেক্ট করার) সময় যেমন বাঁচে তেমনি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ভুল প্রিন্টারে প্রিন্ট করা হতে বিরত থাকা যায়। নিচের চিত্র অনুযায়ী একবার চেষ্টা করলেই আমরা সহজেই এটা করতে পারব ঃ

১. প্রথমে নিচের চিত্রের মতো start>Device and Printer (Window7 এর জন্য) start>Printers and Faxes (Windows Xp এর জন্য) এ ক্লিক করুন

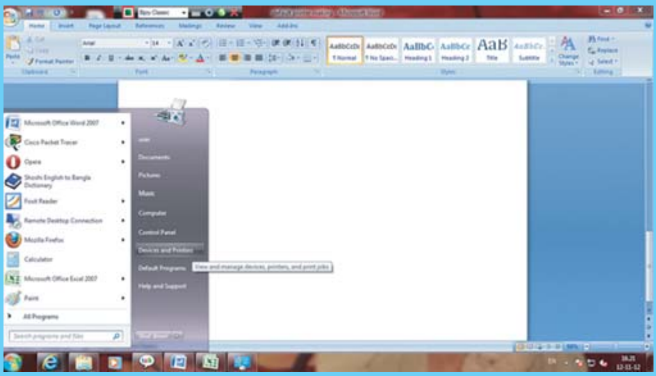

২. নিচের চিত্রের মতো একটা উইন্ডো আসবে

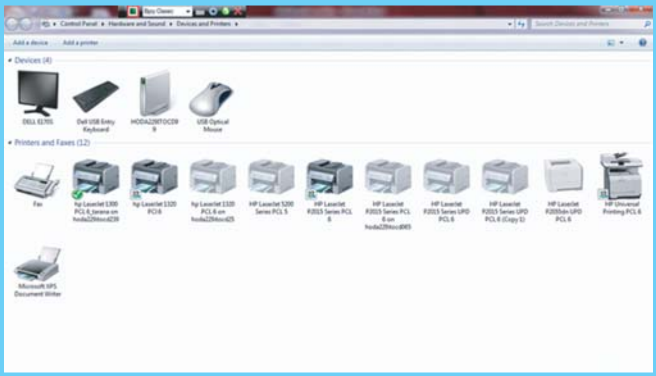

৩. এখান হতে যে প্রিন্টারকে ডিফল্ট প্রিন্টার করতে চান তার উপরে মাউসের ডান বোতামে ক্লিক করে set as default printer সিলেক্ট করে দিন। তাহলে প্রিন্ট কমান্ড দিলে সরাসরি এই ডিফল্ট প্রিন্টারে প্রিন্ট হবে। চিত্র নিম্নরূপ

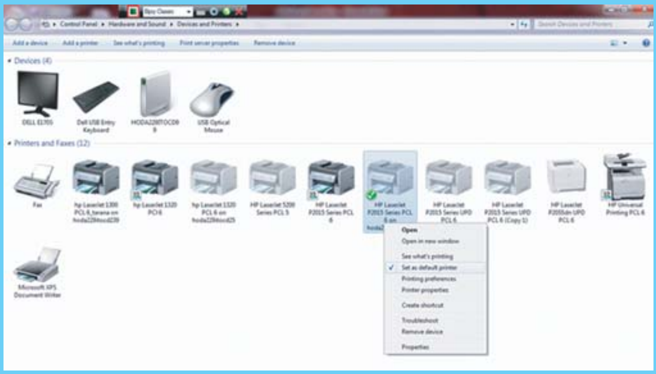

*লেখকঃ সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার*
*বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়*
*ফোন নং-৩৩৯৪, dipankar.chowdhury@bb.org.bd*

# নেট বিনোদন

জনসংখ্যাধিক্যের দেশে অফিসের স্থান সাশ্রয়ী প্রকল্প

কলিকালের ব্যায়ামবীর

হিংসায় মরি ! মানুষ তো খুব মজার জিনিস খায় !

## ২০১২ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

**তানভীর-উল হাসান আসিফ**
পিতাঃ মোঃ আবু তাহের তপাদার
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)
মাতাঃ নাসরীন বানু

*রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ*
*(বিজ্ঞান বিভাগ)*

**শরীফ উদ্দীন**
পিতাঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
মাতাঃ শাহিনা আক্তার বানু
(ডিডি, ইএমডি)

*কুইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা*
*(বিজ্ঞান বিভাগ)*

**জান্নাতুল ফেরদৌস (শর্মী)**
পিতাঃ শেখ আব্দুল জলিল
(ডিএম, ডিএডি)
মাতাঃ নাছিমা আখতার
(এএম, খুলনা অফিস)

*খুলনা কলেজিয়েট গার্লস কলেজ*
*(বিজ্ঞান বিভাগ)*

**নিশাত আরা মজিদ**
পিতাঃ মোঃ মজিদুল ইসলাম মানিক
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল)
মাতাঃ মোর্শেদা বেগম নার্গিস

*মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ*
*(বিজ্ঞান বিভাগ)*

**মোঃ নাদিম উদ্দীন**
পিতাঃ মোঃ রইছ উদ্দিন
(কেয়ারটেকার-১, এসএমডি)
মাতাঃ নাছিমা বেগম

*ঢাকা সিটি কলেজ*
*(বিজ্ঞান বিভাগ)*

**রাশেদ খান (সৌরভ)**
পিতাঃ এ.কে.এম. সিরাজ মিয়া
(এএম (ক্যাশ), বরিশাল)
মাতাঃ রীনা আক্তার

*অমৃত লাল দে মহাবিদ্যালয়, বরিশাল*
*(বিজ্ঞান বিভাগ)*

## ২০১২ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

**দুরদানা মাহফুজ শ্রেয়া**
পিতাঃ ম. মাহফুজুর রহমান
(নির্বাহী পরিচালক
প্রধান কার্যালয়)
মাতাঃ নাদিরা বেগম

*ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ*

**রিফাত আরা নীরা**
পিতাঃ মোঃ আছমত উল্লাহ
(জেডি, ডিসিপি, প্রঃ কাঃ)
মাতাঃ শাহনাজ আছমত উল্লাহ

*যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল হাই স্কুল*

**জাহিদ হাসান অংকুর**
পিতাঃ মুঃ শাহজালাল
(এডি, সিএসডি-১, প্রঃ কাঃ)
মাতাঃ মৌসুমী সুলতানা অনু

*সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ*

**মৃত্তিকা দাস**
পিতাঃ মৃনাল রঞ্জন দাস
(এডি, এফআরটিএমডি)
মাতাঃ কবিতা দাস

*ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ*

**ইলোরা ইয়াসমিন ইলা**
পিতাঃ মোঃ ফজলুল করিম
(জেডি, রংপুর অফিস)
মাতাঃ হোসনে আরা বেগম

*ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর*

**কৌশিক ব্যানার্জী**
পিতাঃ কৃষ্ণ মোহন ব্যানার্জী
(ডিডি, বিএফআইইউ)
মাতাঃ মল্লিকা রানী চক্রবর্তী

*আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল*

## ২০১২ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

**সামান্তা তাসনিম মাহিন**
পিতাঃ মোঃ মাসুদুর রহমান মন্ডল
(ডিডি, ইডি-৭ মহোদয়ের শাখা)
মাতাঃ সামছুন নাহার

*ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ*

**অর্পিতা ঘোষ তিন্নি**
পিতাঃ চঞ্চল কুমার ঘোষ
মাতাঃ শান্তনা রানী দাস
(ডিডি, ডিবিআই-২)

*ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ*

**নোশিন ফারজানা শিমু**
পিতাঃ মোহাঃ রফিকুল ইসলাম
মাতাঃ মোসাঃ শাহনাজ পারভীন
(ডিডি, রাজশাহী অফিস)

*সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী*

**মৃত্তিকা বণিক**
পিতাঃ জয়ন্ত কুমার বণিক
(জেডি, রংপুর অফিস)
মাতাঃ শিখা রানী দত্ত

*ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর*

**জয়দীপ রায় শ্রাবন**
পিতাঃ বীরেন্দ্রনাথ রায়
(ডিডি, রংপুর অফিস)
মাতাঃ সুচিত্রা রায়

*রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর*

**শোয়েব মাহফুজ অর্ণব**
পিতাঃ মোঃ হাবিবুর রশীদ
(এএম (ক্যাশ), রংপুর)
মাতাঃ ইস্তেনুর কাজী

*ক্যান্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর*

# বাংলাদেশ ব্যাংক গভর্নর 'গ্রিন গভর্নর' উপাধিতে ভূষিত

বাংলাদেশে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান আন্তর্জাতিকভাবে 'গ্রিন গভর্নর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। কাতারের দোহায় ২ ডিসেম্বর ২০১২ জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে ড. আতিউর রহমানকে এ উপাধি দেওয়া হয়।

গ্রিন (পরিবেশবান্ধব) ব্যাংকিং বলতে নৈতিক, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ও টেকসই ব্যাংক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যেখানে পানি, আলো, বাতাস, শক্তি ও সম্পদ ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয় বরং পরিবেশ রক্ষায় সহায়ক এমন কর্মকাণ্ডে আর্থিক সেবা প্রদান করাই পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিংয়ের মূল উদ্দেশ্য। পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং পণ্য পরিবেশের ওপর অনুকূল প্রভাব বিস্তারে সহায়তা করে। পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ সাপেক্ষে পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয় এমন শিল্পে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাত পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবেশবান্ধব অর্থায়ন একদিকে সম্পদ সাশ্রয়ী, অন্যদিকে স্বল্প কার্বন নিঃসরণকারী। অর্থাৎ গ্রিন ব্যাংকিং পরিবেশবান্ধব শিল্প ও অর্থনীতিতে উত্তরণে সহায়তা করতে পারে।

আন্তর্জাতিক চর্চার সাথে মিল রেখে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং ধারণা চালু করতে বাংলাদেশ ব্যাংক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বিশদ দিক নির্দেশনামূলক 'পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং নীতিমালা এবং কৌশলগত কাঠামো' (Green Banking Policy and Strategy Framework) প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালায় ঋণ প্রদানে পরিবেশগত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকগুলোর অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, কার্বন নিঃসরণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণ, পরিবেশবান্ধব বিপণন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও ইলেক্ট্রনিক ব্যাংকিংয়ের প্রসারে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সন্নিবেশিত হয়েছে। এই নির্দেশনায় তিনটি ধাপে ব্যাংকগুলোকে পরিবেশবান্ধব ব্যাংকিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে গ্রিন ব্যাংকিং কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার ও উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর হিসেবে ড. আতিউর রহমান এ সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সম্পন্ন করায় সম্মেলনে অংশ নেয়া বিশ্বের বিভিন্ন ব্যাংকের গভর্নর, ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা তাঁকে এ সম্মানে ভূষিত করেন।

## আমি শেষ দিন পর্যন্ত কাজের মধ্যে থেকেই বিদায় নিতে চাই’

*(৩য় পৃষ্ঠার পর)*

(International Financial Reporting Standards) অনুযায়ী আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করে। পরবর্তীতে হিসাবমানের প্রয়োগ আরো যথাযথ ও যুগোপযোগী করার ক্ষেত্রে বহি:নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইএমএফ বিশেষজ্ঞ এবং নিয়োজিত হিসাব বিশেষজ্ঞগণ অবদান রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৪-২০০৫ থেকে ২০১১-২০১২ আর্থিক বছর পর্যন্ত বহি:নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানদ্বয় হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন করেন এবং Clean Audit Report দাখিল করেন, যা ব্যবহারকারী সকল পক্ষ কর্তৃক প্রশংসা লাভ করে। সময়ের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে এ উন্নয়নের ধারা চলমান থাকবে।

***আপনি ডেপুটি গভর্নর হিসেবে যোগদানের আগে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে সাময়িক সময়ের জন্য অবসরের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। অবসরকালীন সময়ে আপনার অনুভূতি সম্পর্কে কিছু বলুন।***

আমি ভাবতেই পারিনা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত নই। সব অবস্থায় আমি আমার কর্মক্ষেত্রে সরব থাকতে চাই। আমি যে ক’দিন অবসরকালীন ছুটি পেয়েছি সে ক’দিন কর্মহীন থাকার কষ্টটা বেশি অনুভব করেছি। আমি শেষ দিন পর্যন্ত কাজের মধ্যে থেকেই বিদায় নিতে চাই।

***বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে কতটুকু সফলতা অর্জিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?***

বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিকায়ন একটি সময়ের দাবি ছিল। আর তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব প্রক্রিয়া আধুনিকায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এর জন্য সিবিএসপি এর আওতায় ইআরপি বাস্তবায়নের উদোগ গ্রহণ করা হয়। হিসাব ব্যবস্থার আধুনিকায়নের জন্য ইআরপিতে মূলত (এসএপি এবং সিবিএস) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। দৈনন্দিন কাজের ভিন্নতা ও শ্রেণি বিন্যাস অনুযায়ী পৃথক পৃথক মডিউল এর মাধ্যমে কার্যাদি সম্পাদন করা হবে। এর ফলে তাৎক্ষণিক নির্ভুল আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং দ্রুত ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভবপর হবে। ইতোমধ্যে মডিউলসমূহ বিভাগ ও শাখা অফিসে ব্যবহার শুরু হয়েছে। বর্তমানে আমাদের প্রতিষ্ঠানের প্রায় সকল কর্মকর্তাই কম্পিউটার ব্যবহার করছেন। বিগত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদন আমরা ইআরপি হতে তৈরি করতে পেরেছি। পরিচালনা পর্ষদের সভায় এই আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপনের সময় আমি অত্যন্ত গর্ববোধ করেছি।

*সাক্ষাৎকার গ্রহণে : হুসনে আরা শিখা, যুগ্ম পরিচালক, আইপিএফএফ*

## স্মৃতিময় দিনগুলো

*(২য় পৃষ্ঠার পর)*

ব্যাংকে লোকবল বেড়েছে, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে, কাজকর্মের মানেও অনেক পরিবর্তন হয়েছে, যাতে আধুনিকতার স্পর্শ লক্ষণীয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাংক যে সকল ব্যবস্থা নিয়েছে এর সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

ব্যাংকের ডিসপেনসারিতে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যে ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া সম্ভব হয়। তবে মাসের প্রথম সপ্তাহে অবসরপ্রাপ্তদের জন্য একটি ভিন্ন রুম খুলে ঔষধ বিতরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভাল হয়।

***বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে আপনার পরামর্শ কি?***

বাংলাদেশ ব্যাংকের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান অপরিসীম। সকলে তাদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করে দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা। তাদেরকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করছি যেন তারা উপলব্ধি করতে পারেন যে কর্মরত সহকর্মীরা অবসরপ্রাপ্তদের সহযোগিতা করার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট রয়েছেন। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করার জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এটা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

## মুদ্রার ইতিবৃত্ত

*(শেষ পৃষ্ঠার পর)*

ছড়া অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় দুই ২ টাকা এবং ওপরে বাংলাদেশ, বাম পার্শ্বে ২০০৮ ইং এবং ডান পার্শ্বে সবার জন্য শিক্ষা কথাটি লেখা রয়েছে এবং মাঝখানে দু’টি শিশু হাতে নিয়ে বই পড়ছে।

২ টাকার ধাতব মুদ্রা যা ২০১০ সালে মুদ্রিত হয়েছে। এর এক পার্শ্বে

জাতীয় ফুল শাপলা এর নিচে পানি প্রবাহিত, নিচে ইংরেজিতে লেখা Two 2 Taka এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও ডানে বামে দু’টি ধানের ছড়া অঙ্কিত রয়েছে। অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় দুই টাকা ২ এবং ওপরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাম পার্শ্বে ২ এবং ডান পার্শ্বে ২ এবং মাঝখানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ছবি ও নিচে বাংলায় দুই টাকা ও ইংরেজিতে ২০১০ BANGLADESH কথাটি লেখা রয়েছে।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মূল্যমানের ধাতব মুদ্রার মান পাঁচ টাকা। এটি একটি ডিজাইনে তিনটি আকারে মুদ্রিত। প্রথম ইস্যু তারিখ ১ অক্টোবর, ১৯৯৪। পরবর্তীতে এটি ২০০৬ সালে এবং ২০১২ সালে মুদ্রিত হয়েছে। এর এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলা এর নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও ডানে বামে দু’টি ধানের ছড়া এবং অপর পার্শ্বে নিচে ইংরেজিতে FIVE TAKA ও বাংলায় ৫ পাঁচ টাকা এবং

ওপরে যমুনা বহুমুখী সেতু লেখা রয়েছে, মাঝখানে যমুনা বহুমুখী সেতুর ছবি। সর্বশেষ ২০১২ সালে পাঁচ টাকার মুদ্রার একপার্শ্বে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ছবি এবং ছবির ওপরে ইংরেজিতে Bangladesh Bank, ছবির বামে ৫ ও ডানে ৫ এবং ছবির নিচে পাঁচ টাকা ২০১২ FIVE TAKA লেখা রয়েছে। অপর পার্শ্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম এর ওপরে বাংলাদেশ ব্যাংক ও নিচে পাঁচ ৫ টাকা লেখা রয়েছে। উভয় পার্শ্বে ১০টি কোণাযুক্ত একটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

# মুদ্রার ইতিবৃত্ত

প্রত্মতত্ত্ব বিদ্যায় পৃথিবীর পুরাতন সভ্যতার জীবনাচরণ, শিক্ষাসহ নানান সংস্কৃতির বিষয়ে আমরা গবেষণালব্ধ জ্ঞান অর্জন করি। এ বিদ্যার সাথে মুদ্রা সৃষ্টির ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইতিহাস থেকে দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় মুদ্রার উদ্ভব ঘটে (wikipedia)। এসময় ব্রোঞ্জ, সিলভার, কপার ইত্যাদি ধাতুনির্মিত মুদ্রা প্রায় ১৫০০ বছর ধরে চলে। প্রাচীন ভারতেও মহাজনপদের সময় থেকেই মুদ্রার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে সর্বপ্রথম চীন দেশে কাগুজে মুদ্রার (পেপার মানি) প্রচলন শুরু হয়; ১৭০০ শতাব্দীতে ইউরোপে যার যাত্রা শুরু হয় সুইডেন থেকে।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুন আবিষ্কারের মতোই মুদ্রা বা অর্থ আবিষ্কারও একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, মূল্য সঞ্চয়ের ধারক এবং ভবিষ্যতে দেনা-পাওনা পরিশোধের মান হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে মুদ্রা সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য এবং কাম্য। আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। আজ আমরা যে মুদ্রা ব্যবহার করছি তার রয়েছে একটি দীর্ঘ ইতিহাস। আদিম সমাজে কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, পাথর ইত্যাদি মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো। পরে এর পরিবর্তে সোনা, রূপা ইত্যাদি মূল্যবান ধাতব পদার্থকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরবর্তী সময়ে কাগজের মুদ্রার প্রচলন ঘটে।

বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস, এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, সংস্কৃতি, স্থাপত্য/সভ্যতার নিদর্শন প্রধানত এসব নিয়ে বাংলাদেশের মুদ্রা, নোট মুদ্রিত হয়। ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক চার প্রকারের ব্যাংক নোট ইস্যু করে। পরবর্তী সময়ে কয়েক মাসের মধ্যেই পাকিস্তানি আমলের সমস্ত নোট বাজার থেকে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ব্যাংক পাঁচ ধরনের ধাতব মুদ্রা ইস্যু করে যার মূল্যমান ছিল এক পয়সা থেকে ৫০ পয়সা। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সাল থেকে এক টাকার ধাতব মুদ্রা এবং ১৯৯৫ সাল থেকে পাঁচ টাকার ধাতব মুদ্রা চালু হয়।

মুদ্রা শুধু একটি দেশের লেনদেনের মাধ্যমই নয়, বরং তা দেশটির শিক্ষা, সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যের ধারক-বাহকও বটে। তাইতো স্বাধীনতার পর আমাদের প্রচলিত নোটগুলোতে বাংলাদেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও আবহমান গ্রাম বাংলার চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশের ধাতব মুদ্রার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

এক পয়সা মুদ্রার ইস্যু তারিখ ১৯৭৪ সালের ১৫ জুলাই। পিতলের তৈরি এ মুদ্রার এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও ডানে বামে দু'টি ধানের ছড়া এবং অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় এক পয়সা মাঝে ১ এবং ওপরে বাংলায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ লেখা রয়েছে।

পাঁচ পয়সার মুদ্রা। এর এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও ডানে বামে দু'টি ধানের ছড়া এবং অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় ৫ পয়সা মাঝে লাঙ্গল এবং ওপরে বাংলায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ লেখা রয়েছে।

১০ পয়সার মুদ্রা। ১৯৭৩ সালে একবার মুদ্রিত হয়েছে যার এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় দশ ১০ পয়সা, মাঝে পান পাতা এবং ওপরে বাংলায় বাংলাদেশ ১৯৭৩ লেখা রয়েছে। ১৯৮৩ সালে একবার মুদ্রিত হয়েছে যার এক পার্শ্বে বাংলায় দশ ১০ পয়সা, ওপরে বাংলাদেশ এবং মাঝে একটি সুখী পরিবারের (যেখানে বাবা-মা এর সাথে দু'টি সন্তান) ছবি ও ১৯৮৩ লেখা রয়েছে এবং অপর পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা।

২৫ পয়সার মুদ্রা। ১৯৭৪ সালে মুদ্রিত হয়েছে যার এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় পঁচিশ ২৫ পয়সা, মাঝে সবার জন্য খাদ্য কথাটি লেখা রয়েছে ও মাছ ডিম ও তরকারির ছবি রয়েছে এবং ওপরে বাংলায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ লেখা রয়েছে। ১৯৮০ সালে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত হয়েছে যার এক পার্শ্বে বাংলায় পঁচিশ ২৫ পয়সা, ওপরে বাংলাদেশ এবং মাঝে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মাথার ছবি ও ১৯৮০ লেখা রয়েছে এবং অপর পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা।

৫০ পয়সার মুদ্রা। ১৯৭৭ সালে প্রথম মুদ্রিত হয়েছে যার এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতার ছবি রয়েছে। অপর পার্শ্বে নিচে বাংলায় পঞ্চাশ ৫০ পয়সা মাঝে মাছ, মুরগি, আনারস ও লাউ এর ছবি রয়েছে এবং ওপরে বাংলায় বাংলাদেশ ১৯৯৪ লেখা রয়েছে।

১ টাকার মুদ্রা। ১৯৭৫ সালে একবার মুদ্রিত হয়েছে যার এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলার নিচে পানি প্রবাহিত এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও অপর পার্শ্বে মাঝে একটি সুখী পরিবারের (যেখানে বাবা-মা এর সাথে দু'টি সন্তানের দাঁড়ানো) ছবি, তাদের নিচে ১৯৭৫ ও তারও নিচে লেখা রয়েছে বাংলায় পরিকল্পিত পরিবার-সবার জন্য খাদ্য, ডানে বাংলায় এক ১ টাকা ও বামে একটি ধানের ছড়ার ছবি এবং ওপরে বাংলাদেশ কথাটি লেখা রয়েছে।

২ টাকার ধাতব মুদ্রা যা ২০০৮ সালে মুদ্রিত হয়েছে। এর এক পার্শ্বে জাতীয় ফুল শাপলা এর নিচে পানি প্রবাহিত, নিচে ইংরেজিতে লেখা Two ২ Taka এবং ওপরে পাট গাছের তিনটি পাতা ও ডানে বামে দু'টি ধানের

*(১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : কালার ক্যাম্পাস, ৩২, পুরানা পল্টন, ঢাকা।